গাংনীর এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন এর সহধর্মিণীর উদ্যোগে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন এর পত্নী লাইলা আরজুমান বানু শিলা’র উদ্যোগে উপজেলা সকল ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বরদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করেন।

বুধবার বিকেলে এমপির নিজ বাসভবনে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে লাইলা আরজুমান বানু বলেন, মেয়েরা অল্পতে সন্তুষ্ট থাকলেও এই অল্পটুকুও কেউ দিতে চায়না। তাই এমপি সাহেবকে বলে মহিলা মেম্বরদের জন্য সামান্য হলেও শীত বস্ত্রগুলো রাখা হয়েছে। পরবর্তিতে চেষ্টা করব আরও বড় কিছু দিতে। এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থনা করেন।

কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের সদস্য ও উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম,বিআরডিবি সমিতির সভাপতি আলি আজগর উপস্থিৎ ছিলেন। মোট ২৭ জন মহিলা মেম্বরদের মাঝে তিনটি করে কম্বল বিতরণ করা হয়।

মেপ্র/ইএম

গাংনীতে কলেজ ছাত্রীর আত্নহত্যা

মেহেরপুরের গাংনীর পলাশী পাড়া গ্রামে পারিবারিক কলহের জের ধরে মাছুরা খাতুন নামের এক কলেজ ছাত্রী আত্নহত্যা করেছে।

নিহত মাছুরা খাতুন (২২) পলাশী পাড়া গ্রামের আকবর আলী মন্ডলের মেয়ে ও গাংনী ডিগ্রী কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর প্রথম বর্ষের ছাত্রী।

আজ মঙ্গলবার বিকাল তিনটার সময় নিজ ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে ওড়না পেচিয়ে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্নহত্যা করে কলেজ ছাত্রী মাছুরা খাতুন।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, কলেজ ছাত্রী মাছুরা খাতুন মঙ্গলবার সকালে তার পারিবারিক বিষয় নিয়ে বাকবিতন্ডা হয়। সারাদিন সে ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল।

পরে সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে তাকে নামিয়ে স্থানীয় হাসপাতালে নিলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

তবে কি কারনে কলেজ ছাত্রী আত্নহত্যা করেছে তা ক্ষতিয়ে দেখা দরকার বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। পারিবারিক কলহ নাকী অন্য কোন ঘটনা তা উদঘাটন করার দাবী স্থানীয়দের।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমানকে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ না করায় মন্তব্য বলা সম্ভব হয়নি।

মেপ্র/ আরপি

গাংনীতে মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীকে লাঞ্চিত ও কুটক্তি করার অভিযোগ পল্লী বিদ্যুৎ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে

মেহেরপুরের গাংনীতে বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীকে লাঞ্চিত ও কুটক্তি করার অভিযোগ উঠেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সাবেক সহকারী জেনারেল ম্যানেজার মোতাচ্ছিম বিল্লাহর বিরুদ্ধে।

গত ১৩ জানুয়ারী দুপুরে গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল গনীর স্ত্রী মোমেনা খাতুনকে তার বাড়িতে গিয়ে লাঞ্চিত ও তার ছেলে জাহাঙ্গীর আলম লিটনের নামে মিথ্যা মামলা

ছিলো। সেখানে লাঞ্চিত বা কুটক্তির কোন ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয় না।

যেহেতু ঐ ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে প্রতিহিংসার কারণে অভিযোগ করছে হয়তো। যেহেতু একটা অপ্রিতিকর ঘটনা ঘটেছে সে কারণে বামুন্দী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সহকারী জেনারেল ম্যানেজার মোতাচ্ছিম বিল্লাহকে মুজিবনগরে বদলী করা হয়েছে।

বর্তমান কমান্ডারের দায়িত্বে থাকা গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, লিখিত কোন অভিযোগ এখন পর্যন্ত আমার হাতে আসেনি। লিখিত অভিযোগ পেলে অবশ্যই বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীকে লাঞ্চনা ও কুটক্তির বিষয় তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেপ্র/ আরপি

গাংনীতে পিঠা উৎসব

আবহমান গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যের বড় অংশ দখল করে আছে পিঠা। শীত মানেই বাড়ি বাড়ি পিঠাপুলি তৈরী ও খাওয়ার ধুম পড়ে যায়।

সেই আনন্দ সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে মেহেরপুরের গাংনী সরকারী পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে হয়ে গেল পিঠা উৎসব। প্রচলিত বিভিন্ন পিঠা প্রদর্শন ছাড়াও নতুন নতুন পিঠা তৈরী করে উৎসবে শরীক হয় বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ।

সোমবার সকাল ১০টার দিকে এ উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ উৎসবে শ্রেণি ভিত্তিক পৃথক স্টলে পিঠার ডালি সাজায় ছাত্রীরা। ভাপা, পাটিসাপটা, পাকান, দুধপুলি, দুধসর, সরু, কুলি ও চিতই পিঠা প্রদর্শন করে। প্রচলিত এসব পিঠার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার ফুল, পাখি, মাছ, ঝিনুক সদৃশ্য পিঠা তৈরী করে উপস্থিত সকলের নজর কাড়ে। শতাধিক প্রকার পিঠা প্রদর্শন করেন ছাত্রীরা।

আয়োজন নিয়ে উচ্ছসিত ছিলেন অংশগ্রহণকারীরা। নবম শ্রেনীর ছাত্রী আয়েশা ও দিপা বলেন, বাড়িতে মায়েরদের কাছ থেকে আমরা পিঠা তৈরী শিখেছি। বিদ্যালয়ে পিঠা নিয়ে এসে একসাথে সকলে খাওয়ার মজাই আলাদা।

প্রধান শিক্ষক আশরাফুজ্জামান লালু বলেন, এর মধ্য দিয়ে ছাত্রীরা যেমনি পিঠা তৈরী শিখবে তেমনি ঐতিহ্যবাহী শীতের পিঠা সবার মাঝে ছড়িয়ে যাবে।

শীতের পিঠা উৎসব নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান। স্টল ঘুরে দেখার সময় ছাত্রীরা তাকে পিঠা দিয়ে আপ্যায়ন করেন।
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, এ ধরনের আয়োজন প্রতি বছরই করা দরকার। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য ধরে রাখতে পিঠা উৎসব গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করবে।

মেপ্র/ইএম

গাংনীতে অটো চালককে শারিরীক লাঞ্চিত করায় প্রতিবাদ সভা

মেহেরপুরের গাংনীর প্রধান সড়কসহ বিভিন্ন সড়কে অবাধে চলাচল ও অটো চালকদের হরহামেশায় শারিরীক লাঞ্চিত করার প্রতিবাদে গাংনীতে প্রতিবাদ সভা করেছে পাখিভ্যান চালক ও অটো ভ্যান চালক শ্রমিকরা।

সোমবার বেলা ১২ টার সময় গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া ফুটবল মাঠে একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ সভা করে তারা।

এসময় মেহেরপুর জেলা অটোভ্যান চালক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মফলেউর রহমান মিন্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক বেল্লাল হোসেন,গাংনী উপজেলা অফিসের সলাইন সম্পাদক আলতাবে হাসেন,গাড়াবাড়িয়া শাখার,সভাপতি মোঃ শাহী,উজলপুর শাখা অফিসের সভাপতি রিপন আলী সালাউদ্দীন,উজ্জল হোসেন এসময় বক্তব্য রাখেন।

গতকাল দুপুরে গাংনী কাথুলী সড়কের ধালা বাজারে উজ্জল হোসেন নামের এক অটোচালক কে মারধরের ঘটনা ঘটে তার সুত্রধরেই এ প্রতিবাদ সভা করে অটো চালকরা।

এসময় বক্তরা অটোভ্যান শ্রমিক নেতারা বলেন বিভিন্ন এলকার গরিব দুস্থ্য মানুষ অটো ভ্যান বা পাখিভ্যান চালিয়ে দু’পয়সা উপার্জন করে জীবন জীবীকা নির্বাহ করছেন। কারো সন্তানকে লেখাপড়া করাচ্ছেন আবার কেউ তারে পরিবারের দায়িত্ব পালন করছেন। অনেকেই আছেন যারা একেবারেই নিম্ন বিত্ত পরিবারের শিক্ষিত মানুষ। পেটের তাগিদে আজ কোন পেশায় না যেতে পেরে বিভিন্ন এনজিও থেকে লোন নিয়ে অটোভ্যান কিনে চালাচ্ছেন। তাদের চলাচল করতে না দিলে সকলে অনাহারে থাকবে। তাই তাদের লাঞ্চিত বা নির্যাতন করা চলবেনা।

বক্তারা আরো বলেন, বাস মালিক সমিতির লোকজন আমাদের রাস্তায় নামতে দেখে জ্বলে ওঠেন। তারা এবার থেকে কোন অটো চালক বা পাখি ভ্যান চালককে কিছু বল্লে আমরাও মাঠে নেমে তার পতিবাদ করবো। প্রতিবাদ সভায় এলাকার কয়েকশ অটোভ্যান চালকরা উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/ইএম

গাংনীর ধানখোলা ইউনিয়নকে বিভক্তি করার দাবিতে আহবায়ক কমিটি গঠন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নকে বিভক্তি করণের দাবিতে আলোচনা সভা ও আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

রবিবার বিকেলে উপজেলার চিতলা বাজারে ধানখোলা ইউনিয়ন-২ এর সাবেক সভাপতি রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, ধানখোলা ইউনিয়ন-২ এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক আঃ মান্নান মাষ্টার, উপজেলা যুবলীগের সহ-সভাপতি প্রফেসর সালাউদ্দিন, চিৎলা গ্রাম আওয়ামী লীগের সভাপতি

ফজলুল হক সহ ঐ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের জনগণ।

আলোচনা শেষে আঃ মান্নান মাষ্টারকে আহবায়ক ও মফিজুল ইসলামকে যুগ্ম আহবায়ক করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট ইউনিয়ন বিভক্তি করন কমিটি গঠন করা হয়।

আলোচনা সভায় গাড়াডেডাব,আযান,জুগিন্দা,বাহাগুন্দা,ঢ্যাপা, পাকুড়িয়া, চিৎলা,নিত্যানন্দপুর, কচুইখালি,দিঘলকান্দি,গুচ্ছগ্রাম পাঙ্গাসিপাড়া ও খড়মপুর গ্রাম নিয়ে আলাদা ইউনিয়ন গঠনের লক্ষ্যে আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

মেপ্র/ আরপি

গাংনীতে চুরির অপবাদে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে নি’র্যাতন, হাসপতালে ভর্তি

টাকা চুরির অপবাদে নাসিম (৮) নামের এক মাদ্রাসা ছাত্রকে পিটিয়ে আহত ও অমানবিক নি’র্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। নি’র্যাতন শেষে পালিয়ে যেতে না পারে সে কারনে তাকে একটি ঘরে আবদ্ধ করে ভয়ভীতি দেখিয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম।

টাকা চুরির মিথ্যা অপবাদে তাকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে নি’র্যাতন করা হয়েছে বলে জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন নাসিমের পরিবার। আহত শিশু নাসিম গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের জিয়াউর রহমানের ছেলে।

সে কয়েকমাস যাবত গাংনী পৌর এলাকার মালশাদাহ পুর্বপাড়া এতিমখানা সিদ্দিকিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় প্রথম শ্রেনীতে ভর্তি হয়ে লেখা পড়া করছে।

আহত শিশু নাসিমকে তার পরিবার গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করে চিকিৎসা দিচ্ছেন। অমানবিক ঘটনাটি ঘটেছে

কিন্তু তার ব্যাগ -ব্যাগেজ তল্লাশি করে কোন টাকা পাওয়া যায়নি বলেও তিনি জাানিয়েছেন।

মাদ্রাসা সুপার আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, আমি এ ঘটনার কিছুই জানিনা। সকালে বিষয়টি শুনলাম। তবে নাসিমের পিতা নাসিমকে আমার মাদ্রাসায় ভর্তি করানোর পর থেকে কোন টাকা পয়সা দেয়না। সে কারনে হয়তবা টাকা নিতে পারে। তবে নাসিমকে মারধরের বিষয়টি শুনে তিনি মর্মাহত হয়েছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্রে আরএমও ডা: বুধা দিপ্ত দাস বলেন, শিশু নাসিমের শরীরে অনেক আঘাত পেয়েছে। মানসিক ভাবে নাসিম আতংকে রয়েছে। ভয়ভীতি দেখানোর কারনে মাঝে মধ্যে সে প্রলাপ বকছে।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, বিষয়টি নিয়ে এখন পর্যন্ত অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে।

গাংনী উপজেলা নিবাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান, বিষয়টি খুবই দুঃখ জনক। থানায় অবহিত করা হলে পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহন করবেন।

মেপ্র/ইএম

ঢাঁকঢোল পিটিয়ে জমির মালিকানা বুঝে পেলেন মাসুদ দিগর

গাংনীতে দীর্ঘ ২৫ বছর পর আদালত কর্তৃক নিজের জমি বুঝে পেলেন মাসুদুর রহমান নামের এক ব্যাক্তি।

আদালতের রায় ঘোষণার পর আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ঢাঁক ঢোল পিটিয়ে মাসুদুর রহমান দিগর কে জমি বুঝিয়ে দেয়া হয়।

গতকাল শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের তিন জজ জারি কারক স্থানীয় অমিন নিয়ে ৪ একর ৪৫ শতক জমির সীমানা র্নির্ধারণ করে জমির

মালিকদ্বয়কে জমি বুঝিয়ে দেন। এবং জমির চতুর্পার্শ্বে লাল নিশানা পুতে দেন আদালতের প্রতিনিধি দল। আদালতের রায়ের বাস্তবায়ন দেখতে এলকার শতশত উৎসুক জনতা জড়ো হয় ঘটনা স্থলে।

সুত্র জানায়, ১৯৯৫ সালে মেহেরপুরের গাংনীর থানা পাড়ার নিয়ামত আলীর ছেলে মাসুদুর রহমান দিগর বাদী হয়ে মেহেরপুর জজ আদালতে একটি দেওয়ানি মামলা দায়ের করেন। যার দেওয়ানী মামলা নং ১/১৮। গাংনী উপজেলার ধানখোলা রাস্তার পার্শ্বে ২২ টি দাগে মোট ৪ একর ৪৫ শতক হিন্দুদের সাথে বিনিময় মুলে মালিকানা দাবী করে স্থানীয় আজিজুল দিগর ভোগ দখর করে আসছিলেন। শরিকানা মুলে মাসুদুর রহমান দিগর তাদের অধিকার আদায়ে আদালতে মামলা দায়ের করেন।

দীর্ঘ শুনানীর পর বিজ্ঞ আদালত গত ১০ জানুয়ারী মাসুদুর রহমানদের পক্ষে রায় ঘোষনা করেন। রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন অধিকার বঞ্চিত মাসুদুর রহমান দিগর। বিবাদী পক্ষের আইনজীবী ছিলেন, প্রথমে আনোয়ার হোসেন, তিনি মামলা ছেড়ে দিলে অ্যাডভোকে আফরোজা খাতুন মামলা পরিচালনার দায়িত্বভার নেন। মাসুদুর রহমানের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট কমিশনার আরিফ উজ্জামান।

দীর্ঘদিন পরে হলেও মাসুদুর রহমান দিগর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সম্মান জানিয়ে বলেন, দেশে আইন ও আইনের শাসন আছে বলেই আমাদের অধিকার ফিরে পেয়েছি। এসময় আদালতের প্রতিনিধি হিসেবে মোহাম্মদ মনিরুর ইসলাম, আব্দুর রহমান ও মোহাম্মদ ফারুক হোসেন তিন জন জারিকারক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সুধিজনসহ এলাকার শতশত লোকজন এখানে উপস্থিত হন।

এসময় জমির মালিককে তার জমি বুঝিয়ে দিতে ঢাঁক ঢোল পিটিয়ে লাল নিশানা পুতে দেয়া হয়।

গাংনীতে প্রকৃত চাষীর কার্ড

নকল করে ধান ক্রয়

গাংনীতে চলতি মৌসুমে আভ্যন্তরীণ আমন ধান ক্রয়ের ধান চাষীদের লটারী ড্র সুষ্ঠুভাবে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হলেও ধান ক্রয়ে চলছে ছলচাতুরি। একজন লটারী ধারীর কার্ড নকল নামধাম বসিয়ে গুদামে ধান ক্রয় করার অভিযোগ উঠেছে।

সম্প্রতি ধানখোলা ইউপির গাড়াডোব গ্রামের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ও গাড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক আব্দুল মান্নানের কৃষি কার্ড নকল করে একই গ্রামের নজির নিজেকে মান্নান পরিচয় দিয়ে কার্ডে ১ মেট্রিক টন ধান বিক্রয় করেছে বলে প্রমান মিলেছে।

প্রকৃত লটারী কার্ডধারী চাষীদের ঘরে আমন ধান না থাকায় কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী ২ থেকে সাড়ে ৩ হাজার টাকায় কার্ড ক্রয় করে ধান বিক্রয় করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
অনেক ধান চাষী অভিযোগ করে বলেন, গুদামে প্রকৃত ধান চাষীদের সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকজন। বেশীরভাগ কার্ডসংগ্রহকারী রাজনৈতিক দলের নেতা ও অসাধু ব্যবসায়ী।

ইতোমধ্যে গাংনী খাদ্য গুদামে উপজেলার ৯ টি ইউপি ও পৌরসভার সর্বমোট ১ হাজার ৬৮৮ জন ধান চাষী বাছাইয়ে লটারীধারীর বেশীরভাগ কার্ডের অনুকূলে ধান ক্রয় করা হয়েছে।
কার্ডধারী কৃষক আব্দুল মান্নান জানান, আমি লটারীধারী কৃষক। আমার কার্ডের বিপরীতে গাড়াডোব গ্রামের নজির হোসেনকে ম্যানেজ করে জনৈক হাফিজুর রহমান নামের ক্ষমতাসীন দলের কর্মী পরিচয়ে মধ্যস্বত্তভুগী গুদাম কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে বাইরের ধান বিক্রয় করছে দেদারছে। কার্ড জমা দেয়া হলেও প্রকৃত কৃষকদের ধান ক্রয়ের সময় দেখা যাচ্ছে না বলেও অভিযোগ উঠেছে।

উপজেলা ওসিএলএসডি মতিয়ার রহমান জানান, আমরা কার্ডের বিপরীতে ধান ক্রয় করছি। কার্ড নকল করার বিষয়টির অভিযোগ পেয়েছি। প্রতারক তার অপরাধ স্বীকার করেছে এবং প্রকৃত কার্ডধারীর কাছে ক্ষমা চেয়েছে। তবে এখন থেকে প্রকৃত ধান চাষীদের সরেজমিনে না পেলে তাদের ধান ক্রয় করবো না।

মেপ্র/ইএম

[redacted]

[redacted]

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান, পলাশবাড়ি সমবায় সমিতি নামের কোন সংস্থা গাংনীতে আছে বলে আমার জানা নেই। কেউ আমাকে এ ব্যাপারে অবহিত করেনি।
মেপ্র/ আরপি